127

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 MAY 1997
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম ২

জা.বি. ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের চাঞ্চল্যকর তথ্য

যৌথ ষড়যন্ত্রে ফাঁস করা হয়েছিল প্রশ্নপত্র

আহমেদ সুমন *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

আট ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীর যৌথ ষড়যন্ত্রে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এক সাইক্লোস্টাইল অপারেটর ৫ ছাত্রের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির সামনে দেয়া জবানবন্দীতে দু'জন ছাত্র একথা স্বীকার করেছে। *(১১-এর পৃঃ দেখুন)*

যৌথ ষড়যন্ত্র *(প্রথম পাতার পর)*

ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী এ ব্যাপারে সন্দেহভাজন দু'জনকে ধরে এনে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির করলে তারা এ তথ্য প্রদান করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রিপোর্টারদের কাছে অভিযুক্তরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা স্বীকার করেছে।

জানা যায়, গত মঙ্গলবার গণিত বিষয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার চার সেট প্রশ্নই ফাঁস হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে বুধবার পরীক্ষা বাতিল করা হয়। গঠন করা হয় চার সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি। এ কমিটির সামনে সন্দেহভাজন অভিযুক্ত ছাত্রদের হাজির করা হলে তারা চাঞ্চল্যকর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উল্লেখ করে।

সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে পাঁচ ছাত্র, দুই শিক্ষক ও এক সাইক্লোস্টাইল অপারেটর জড়িত রয়েছে। ষাট হাজার টাকার বিনিময়ে এ প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।

জানা যায়, সাইক্লোস্টাইল অপারেটর আব্দুল জলিল পাঁচ ছাত্রের কাছ থেকে এ টাকা গ্রহণ করে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সময় দুই শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাইক্লোস্টাইল করার সময় নিয়ম অনুযায়ী দু'জন শিক্ষককে উপস্থিত থাকতে হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করায় তারা কত টাকা পেয়েছে তা জানা যায়নি।

সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত শাফিউল ও রুহুলের দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় গত বছর গণিতে ভর্তি হতে পারেনি। এরপর থেকে তারা অসদুপায়ে ভর্তির সুযোগ খুঁজতে থাকে। শাফিউল ও বাবু সাইক্লোস্টাইল অপারেটর জলিলের সাথে টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের চুক্তি করে। গত ৭ মে সাইক্লোস্টাইল করার সময় তারা প্রশ্নপত্র হাতে পায়। সাভারের নবীনগর গিয়ে এ প্রশ্ন ফটোস্ট্যাট করা হয়। এরপর রাজধানীর একটি হোটেলে একটি কক্ষ ভাড়া করা হয়। সেখান থেকে টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রি করা হয়। তবে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র বিক্রির পরে পরীক্ষার্থীদের বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। তাদের হোটেলেই থাকতে হয়েছে।

কঠোর গোপনীয়তা সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা চাঞ্চল্যকরভাবে প্রকাশিত হয়। জানা যায়, সুমন কুমার দাস নামে এক পরীক্ষার্থী গত মঙ্গলবার গণিতের ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছিল। এক পর্যায়ে নকলের অভিযোগে এক শিক্ষক সুমনের দেহ তল্লাশি করে। এ সময় তার কাছে গণিতের একসেট প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সাথে উক্ত প্রশ্নপত্রের মিল থাকায় সুমনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনার পর ছাত্রলীগ পরীক্ষা বাতিলের আন্দোলন করে। গত বুধবার পরীক্ষা বাতিল করা হয়।

এদিকে বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী সন্দেহভাজন হিসাবে রুহুল ও শাফিউলকে ধরে এনে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির করে। রুহুলকে পাওয়া যায় সাভারের এক ডেইরি ফার্মে রিক্সাচালকের ঘরে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সে কাঁথা গায়ে তুলে শুয়ে ছিল। এদিকে শাফিউলকে শহীদ সালাম বরকত হলের উত্তর পাশ দিয়ে দৌড়ে গ্রামের দিকে যাবার সময় ধরা হয়। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এ ঘটনার সাথে আরও তিন ছাত্র, দুই শিক্ষক ও সাইক্লোস্টাইল অপারেটর জড়িত রয়েছে।

এদিকে গণিত বিভাগের প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার পর অন্যান্য বিভাগের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে ক্যাম্পাসে ব্যাপক গুজব শোনা গেছে। তবে গুজবের সত্যতা মেলেনি।